ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ০৪/০১/২০১৮ ।।

শিশুদের শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধূলা ও সংস্কৃতি চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে ঃ তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

বিশালগড়, ৪ জানুয়ারী ।। শিশুদের শিক্ষার পাশাপাশি ছোট বয়স থেকেই অপরকে ভালবাসতে, শ্রদ্ধাশীল হতে এবং সমাজ সেবায় উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ভানুলাল সাহা। গতকাল বিকেলে বিশালগড় অফিসটিলাস্থিত কালীবাড়ি মাঠে আয়োজিত ৫ দিন ব্যাপী শিশুমেলার উদ্বোধন করে তিনি বলেন, শিশুরা হল ভবিষ্যতের নাগরিক। শৈশব থেকে তাদের মেধার বিকাশে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে তারাই একদিন সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে। এই ক্ষেত্রে মায়েদের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। তিনি বলেন, মায়ের কাছ থেকেই শিশুরা প্রথম শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী শ্রী সাহা শিশুদের সঠিক ভাবে বিকাশের জন্য তাদের চিন্তা চেতনার বিকাশের পাশাপাশি খেলাধূলা, সংস্কৃতি চর্চায় উদ্বুদ্ধ করতেও পরামর্শ দিয়েছেন।

নব উত্তরায়ণ সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং বিশালগড় পুর পরিষদের সহযোগিতায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বামী বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা মঞ্জু দাস বলেন, মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সময় হল শৈশব। এই সময় শিশুদের যা শেখানো হবে তাই শিখবে। তাই তাদের শিক্ষার পাশাপাশি খেলাধূলা, সংস্কৃতি চর্চায় শিক্ষিত করে তুলতে মায়েদের ভূমিকা নিতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বিশালগড় পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন পার্থপ্রতীম মজুমদার, অলকানন্দা রায় বর্মণ এবং গৌরাঙ্গপ্রসাদ দত্তও আলোচনা করেন। স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার সম্পাদক জয়ন্ত দাস। সভাপতিত্ব করেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন পূর্ণিমা চক্রবর্তী। শিশুমেলা চলবে ৭ জানুয়ারী পর্যন্ত। শিশুমেলার থীম হল মা । এই উপলক্ষে প্রতিদিন শিশুদের মধ্যে হবে বসে আঁকো, ছড়া আবৃত্তি, ক্যুইজ, সংগীত নৃত্য সহ মোট ১৫টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা। রয়েছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও ।

ধলাই জেলা ভিত্তিক যাত্রা উৎসব ৬ জানুয়ারী

আমবাসা, ৪ জানুয়ারী ।। ধলাই জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে জেলা ভিত্তিক যাত্রা উৎসব গন্ডাছড়া টাউন হলে অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ৬ জানুয়ারী যাত্রা উৎসবের উদ্বোধন করবেন এ ডি সি-র কার্য নির্বাহী সদস্য প্রতিরাম ত্রিপুরা। উৎসবের সমাপ্তি হবে ৯ জানুয়ারী ।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব সমাপ্ত

সোনামুড়া, ৪ জানুয়ারী ।। সোনামুড়ার কেমতলীতে গতকাল তিনদিন ব্যাপী অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসবের সমাপ্তি হল। গতকালও দিনভর ছিল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিধায়ক তপন দাস, সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি কমল রাণী শীল, নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান নিমাই দেবনাথ, তপঃ জাতি কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা সুরেশ দাস প্রমুখ। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নলছড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পরিতোষ দাস। বিধায়ক তপন দাস আলোচনায় বলেন- অদ্বৈত মল্লবর্মণ উৎসব রাজ্যের অন্যতম সাংস্কৃতিক উৎসব। দিন দিন এই উৎসবের ব্যাপ্তি বাড়ছে। আগামী দিনে আরো বড় পরিসরে এই উৎসব করার পরিকল্পনা নেয়া হবে।

এই উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এবং সব্জি প্রদর্শনীতে যারা বিজয়ী হয়েছেন তাদেরকে এই অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয়। প্রদর্শনী মন্ডপ সজ্জায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী দপ্তরগুলিকে এদিন পুরস্কৃত করা হয়। মন্ত্রী রতন ভৌমিক সহ অন্যান্য অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

প্রজাতন্ত্র দিবস ঃ বিশালগড়ে প্রস্তুতি সভা

বিশালগড়, ৪ জানুয়ারী ।। বিশালগড় মহকুমা ভিত্তিক প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশালগড় মহকুমা শাসক কার্যালয়ের সভাগৃহে গতকাল এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মহকুমা শাসক নান্টু রঞ্জন দাস জানান, প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে আগামী ২০ জানুয়ারী মহকুমার সমস্ত অফিস ও বিদ্যালয়ে হবে সাফাই অভিযান। ২১ জানুয়ারী বিশালগড় ইংলিশ মিডিয়াম উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্য দিবস পালন করা হবে। ২৩ জানুয়ারী মহকুমা শাসক কার্যালয়ে নেতাজী জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে নেতাজীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হবে। এছাড়াও বিশালগড় যোগা হেলথ কেয়ার সেন্টারের উদ্যোগে সেন্টারের অফিস গৃহে অনুষ্ঠিত হবে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যোগাসন প্রতিযোগিতা। ২৬ জানুয়ারী সকালে মহকুমা শাসক অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজিত হবে প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠান। আনুষ্ঠানিক ভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর বিশালগড় মহকুমা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এছাড়াও, মহকুমার বিভিন্ন বিদ্যালয় থেকে একটি র‍্যালী শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করবে। তাছাড়া হাসপাতালের রোগী, অভয় আশ্রম ও কোনাবন রামকৃষ্ণ আশ্রমে এবং কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের আবাসিকদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হবে। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন পূর্ণিমা চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ।

তিন মাসের টেইলারিং-এর প্রশিক্ষণ

আগরতলা,০৩ জানুয়ারী ।। ত্রিপুরা সরকারের তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে পুরাতন আগরতলা ব্লক এলাকার দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী ২৫ জন তপশিলী জাতিভুক্ত মহিলাকে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে টেইলারিং-এর উপর তিনমাস ব্যাপী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ত্রিপুরা মহিলা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির মাধ্যমে পুরাতন আগরতলা ব্লকের সেন পাড়াতে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

আজ সকালে সেন পাড়াতে এক অনুষ্ঠানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রত্যেক মহিলার হাতে ১টি করে সেলাই মেশিন তুলে দেওয়া হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক, ত্রিপুরা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সবিতা দাস, তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এবং অধিকর্তা সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে সভানেতৃত্ব করেন দেবরাম পঞ্চায়েতের প্রধান ঝুমারাণী দেববর্মা (নোয়াতিয়া)। তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর থেকে এ সংবাদ জানানো হয়েছে।

জম্পুইজলায় বুড়িমা-তীয়মা উৎসব অনুষ্ঠিত

বিশ্রামগঞ্জ,০৩ জানুয়ারী ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ জম্পুইজলার বাঁখারাই কমিউনিটি হলে বুড়িমা-তীয়মা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্বলন করে উৎসবের উদ্বোধন করেন বিধায়ক নিরঞ্জন দেববর্মা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জম্পুইজলা বি এ সি-র কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভানেত্রী অন্নলক্ষ্মী দেববর্মা এবং এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

বুড়িমা-তীয়মা উৎসবের উদ্বোধন করে বিধায়ক নিরঞ্জন দেববর্মা তার ভাষণে বলেন, উৎসব মানেই মানুষে মানুষের মেলবন্ধন। কিন্তু এই উৎসবের আলাদা বৈচিত্র রয়েছে। নদীর জলের স্বচ্ছতা রক্ষায় মানুষকে সচেতন করতেও এই উৎসবের গুরুত্ব রয়েছে।

অন্যান্যদের মধ্যে আলোচনা করেন জম্পুইজলা ব্লকের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভানেত্রী অন্নলক্ষ্মী দেববর্মা। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে লেবাংবুমানি, মসক সুরমানি, গড়িয়া, গাজন, যাদুকলিজা, জুম নৃত্য, হজাগিরি এবং আধুনিক ককবরক সংগীত পরিবেশন করেন রাজ্যের খ্যাতনামা শিল্পীরা। আজকের উৎসবে প্রায় ২০০ জন শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বি এ সি-র চেয়ারম্যান সন্তোষ দেববর্মা।

হরিমঙ্গল ভিলেজে শূকর পালনে সহায়তা

আমবাসা, ০৩ জানুয়ারী ।। আমবাসা ব্লকের হরিমঙ্গল এ ডি সি ভিলেজে পি ডি এফ কর্মসূচিতে ২০টি উপজাতি পরিবারকে শূকর পালনে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এই পরিবারগুলিকে শূকর পালনের মাধ্যমে স্বনির্ভর করে তুলতে এই সহায়তা দেওয়া হয়। এজন্য ব্যয় হয়েছে ৯০ হাজার টাকা। সুবিধাভোগীদের ২০টি করে শূকর ও শূকরের খাদ্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এই ভিলেজে মৎস্য চাষের জন্য এম জি এন রেগায় ২টি জলাশয় খনন করা হচ্ছে। এতে ব্যয় হবে ৪ লক্ষ টাকা এবং ২২০০ শ্রম দিবসের কর্মসংস্থান হবে।

ভোটদান সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মসূচি

উদয়পুর, ০৩ জানুয়ারী ।। গোমতী জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ভোটদানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে আজ করবুক মহকুমার ৩টি স্থানে ভোটদান নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এই কর্মসূচি অনুযায়ী যতনবাড়ী আই টি আই, এক যতন কুমার এইচ এস স্কুলে এবং নতুনবাজার এইচ এস স্কুলে উক্ত বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন যতনবাড়ী আই টি আই অধ্যক্ষ কার্তিক পাটারী, প্রশিক্ষক তরুণ আচার্য প্রমুখ। ৩টি স্থানে ভোটদান সম্পর্কে সচেতনতামূলক নাটক মঞ্চস্থ করা হয়।

ডুকলী ব্লকের ৭১টি পরিবারকে ছাগল পালনে সহায়তা

আগরতলা, ০৩ জানুয়ারী ।। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের উদ্যোগে পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে ডুকলী ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭১টি পরিবারকে ছাগল পালন প্রকল্পে আর্থিক অনুদান দেয়া হচ্ছে। ব্লকের চৌমুহনীবাজার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮টি , কাঁঠালতলী গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০টি এবং বিক্রম নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৮টি পরিবারকে এই প্রকল্পে সহায়তা দেয়া হচ্ছে। এই কাজে ৩ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ব্যয় হবে। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের আমতলী কার্যালয়ের আধিকারিক এ সংবাদ দিয়ে জানান, এছাড়াও ছাগল পালন প্রকল্পে ব্লকের ১৫টি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৫টি পরিবারকে ছাগল পালনে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে ১৮০০০ টাকা করে মোট ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান দেয়া হবে।

পূর্ব পালাটানা পঞ্চায়েতে কমিউনিটি হলের উদ্বোধন

উদয়পুর, ০৩ জানুয়ারী ।। কাকড়াবন ব্লকের পূর্ব পালাটানা পঞ্চায়েতে গতকাল ৪৯৪ আসন বিশিষ্ট কমিউনিটি হল এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধি দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, সংশ্লিষ্ট এলাকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আগামী প্রজন্মের সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এই কমিউনিটি হলটি বিশেষ সহায়তা করবে। তিনি সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি লোক সংস্কৃতির প্রসারে সকলকে যত্নবান হতে আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন কাকড়াবন ব্লকের বিডিও সুমিতা চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাকড়াবন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুনীতি রায়, ভাইস চেয়ারম্যান স্বদেশ চন্দ্র মজুমদার, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার লক্ষণ সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পূর্ব পালাটানা পঞ্চায়েতের প্রধান অর্জুন দাস। এই কমিউনিটি হল উদ্বোধনের ফলে ব্লকের পূর্ব পালাটানা, পালাটানা, মুড়াপাড়া, দুধ পুস্করিনী এবং জামজুরী পঞ্চায়েতের জনগণ উপকৃত হবেন। তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের অর্থানুকূল্যে এই কমিউনিটি হল তৈরীতে ব্যয় হয়েছে ৮৫ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা : ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে ১৪৪ ধারা

আগরতলা, ০৩ জানুয়ারী ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনীয়া ও সাব্রুম মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে শান্তি শৃঙ্খলা অক্ষুন্ন রাখতে কিছু বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই দুই মহকুমার সীমান্তবর্তী এলাকায় অপরাধমূলক কার্যকলাপ ঘটাতে, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তায় ব্যঘাত ঘটানো ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দ্যেশ্যে সীমান্তবর্তী এলাকায় বেআইনী অনুপ্রবেশ ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। তাই বিলোনীয়া ও সাব্রুম মহকুমার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় শান্তির পরিবেশ বজায় রাখতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক সি আর পি সিঞ্চর ১৪৪ ধারায় এক আদেশে কিছু নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। এই নিষেধাজ্ঞা ১৮ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। এই নিষেধাজ্ঞা বিলোনীয়া ও সাব্রুম মহকুমার ঋষ্যমুখ বি ও পি থেকে চোত্তাখিল বি ও পিঞ্চর ৫৮ কিমি বরাবর কার্যকর হবে। এই আদেশে এই সময়ে রাত ১০টা থেকে পরদিন ভোর ৫টা পর্যন্ত মহকুমা শাসকের বৈধ অনুমতি পত্র ছাড়া চার-এর অধিক লোকের জমায়েত করা যাবেনা। সাধারণ যানবাহনের চলাচল বন্ধ থাকবে। তবে পুলিশ/নিরাপত্তা বাহিনী এবং সরকারী কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং সীমান্তে বসবাসকারী লোকেরা এই নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে থাকবেন।

ধলাই জেলায় মিশন ইন্দ্রধনুষ টিকাকরণ কর্মসূচি ৭ জানুয়ারী থেকে

আমবাসা, ০৩ জানুয়ারী ।। ধলাই জেলায় ইনটেনসিফাইড মিশন ইন্দ্রধনুষ টিকাকরণের চতুর্থ পর্যায়ের কর্মসূচি আগামী ৭ জানুয়ারী থেকে শুরু হবে। জেলায় এই কর্মসূচি সফল করার জন্য জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আজ জেলা মুখ্য আধিকারিকের অফিস কক্ষে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: শরবিন্দু রিয়াং এই সংবাদ জানান। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, জেলার উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে ২ বছর বয়স্ক শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের এই কর্মসূচিতে টিকা দেওয়া হবে। এই কর্মসূচির কাজ চলবে ২০ জানুয়ারী পর্যন্ত। ডা: রিয়াং জানান, মিশন ইন্দ্রধনুষ টিকাকরণ কর্মসূচির চতুর্থ পর্যায়ে ৩৫৭ জন শিশু এবং ৫৭ জন গর্ভবতী মহিলাকে টিকা দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

বড়কাঠালিয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নতুন দ্বিতল ভবনের শিলান্যাস

মোহনপুর, ০৩ জানুয়ারী ।। বড়কাঠালিয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের নতুন দ্বিতল ভবনের আজ শিলান্যাস করেন শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী । এ উপলক্ষ্যে আজ দুপুরে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বলেন, শিক্ষা মানুষের চেতনার উন্মেষ ঘটায় । মানবসম্পদ উন্নয়নের মূলই হচ্ছে শিক্ষা । তাই শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ করতে রাজ্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে । তিনি বলেন, ১৯৯৪ সাল থেকে সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের কাজ চলছে এবং সাফল্যও এসেছে । এই সার্বিক সাক্ষরতা অভিযানের সাফল্য গোটা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে বলে মন্ত্রী জানান । গুণগত শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে রাজ্যে যে শিক্ষার সম্প্রসারণ হচ্ছে এর সুযোগ কাজে লাগাতে তিনি আহ্বান জানান । তিনি অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের জন্য শিক্ষার পরিবেশ এবং মানসিকতা তৈরির দিকে নজর দিতেও আহ্বান জানান । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক প্রণব দেববর্মা বলেন, উপজাতি এলাকার শিক্ষার উন্নয়নে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েছে । উপজাতি অংশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে চেতনার বিকাশ ঘটেছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে রাজ্যে ড্রপ আউট ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা কমেছে বলেও উল্লেখ করেন । অনুষ্ঠানে হেজামারা বি এ সি চেয়ারম্যান এম ডি সি কুমুদ দেববর্মা, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিকর্তা ইউ কে চাকমা, ত্রিপুরা হাউজিং এন্ড কনস্ট্রাকশান বোর্ডের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সঞ্চিতা দাসও আলোচনা করেন । স্বাগত বক্তব্য রাখেন বড়কাঠালিয়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ঝুলন হালদার । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হেজামারা সাবজোন্যাল কমিটির চেয়ারম্যান হানিকুমার দেববর্মা। নতুন এই পাকা ভবন নির্মাণের দায়িত্বে রয়েছেন ত্রিপুরা হাউজিং এন্ড কনস্ট্রাকশান বোর্ড এবং এর নির্মাণে ব্যয় হবে ৪ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা । অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৭ জন ড্রপ আউট ছাত্রছাত্রীর হাতে বই তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী।

দলুরা গ্রাম পঞ্চায়েতে এম জি এন রেগায় ৬৮৮০ শ্রম দিবসের কর্ম সংস্থান

আগরতলা, ৪ জানুয়ারী ।। পুরাতন আগরতলা ব্লকের দলুরা গ্রাম পঞ্চায়েতে চলতি অর্থ বছরে এম জি এন রেগায় এ পর্যন্ত ৬৮৮০টি শ্রম দিবসের কর্ম সংস্থান হয়েছে। বিভিন্ন সম্পদ সৃষ্টি করতে ব্যয় হয়েছে ১৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৫৩৬ টাকা। পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে ৮৪ হাজার ৬৭০ টাকা ব্যয়ে হাওড়া নদীর পাড় বাঁধার কাজ চলছে। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের ৬ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮০১ টাকা ব্যয়ে দলুরাতে শ্মশান ঘাট নির্মাণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির আর্থিক সহায়তায় এই পঞ্চায়েতের প্রাণী পালনের মাধ্যমে আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ১০ জনকে হাঁস, ১০ জনকে মুরগী, ৬ জনকে ছাগল, ২ জনকে গাভী এবং ২ জনকে শূকর দেয়া হয়েছে। এছাড়া ২০ জন কৃষককে টমেটো, বেগুন, মরিচ, বাঁধাকপি, ফুলকপি, মুগডাল ও মাসকলাইয়ের বীজ দেয়া হয়েছে। কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে ২৫ জন কৃষককে আলুবীজ ও বরো ধানের বীজ দেয়া হয়েছে। ৭০ জন কৃষককে দেয়া হয়েছে সার। মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে ৩ জন মৎস্যজীবিকে কনি জাল দেয়া হয়েছে। আরো ১১ জনকে কনি জাল দেয়া হবে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ৩০ জন মৎস্যজীবিকে ৫০০টি করে মাছের পোনা দেয়া হয়েছে।

এছাড়া, পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে পঞ্চায়েতের ১২ জনকে সেলাই মেশিন দেয়া হয়েছে। দলুরা পঞ্চায়েত থেকে এ সংবাদ দেয়া হয়েছে।